

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
www.mora.gov.bd

## বার্ষিক উদ্ভাবন প্রতিবেদন ২০১৬-১৭

### হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন:

সমস্যাঃ ২০১৫ সালে সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটার তুলনায় হজযাত্রীদের সংখ্যা বেশি হয় এবং সে সময় হজ ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক হজযাত্রী সেই বছরে হজে যেতে পারেননি।

সমাধানঃ উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হি. সন থেকে প্রথমবারের মত হজযাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। হজযাত্রীদের হজে যাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এই উদ্ভাবনের কারণে হজযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারছেন। সারা বছরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারবেন। হজে গমনেচ্ছুদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও সহজে হজ সম্পাদনের লক্ষ্যে হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম অত্যন্ত আবশ্যিকীয় বিষয়। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম চালুর ফলে হজ গমনেচ্ছুদের প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই হজের কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপযোগী হিসেবে নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- যারা চলতি বছর নিবন্ধন করা সত্ত্বেও হজ পালনে যেতে পারেনি; সে সব অতিরিক্ত হজে গমনেচ্ছু যাত্রীরা পরবর্তী বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হজ পালন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন একটি বছরব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক যিনি হজে যেতে ইচ্ছুক, বছরের যেকোন সময় প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করে পবিত্র হজে গমনের জন্য প্রাক-নিবন্ধিত হতে পারবেন।

